18

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৪ ...

# রাজশাহী ভার্সিটি ক্যাম্পাস ছাত্রশূন্য ঃ মস্তান নিয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঃ পুলিশের নীরব ভূমিকা

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সমস্যার সমাধানের কোন লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর গতকাল ক্যাম্পাস খুললেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। পুলিশ গতকাল নগরীর বিভিন্ন স্থানে একজন কলেজ শিক্ষক ও চারজন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র শিবির বাদে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেছে। এ বৈঠকের বক্তব্য নিয়ে পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথমদিনে গতকাল ক্যাম্পাস ছিল ছাত্রশূন্য, পুলিশে পূর্ণ। কড়া পুলিশী প্রহরায় তিনটি রুটে গাড়ী চালানো হয়। দু'চারজন একান্ত ছাত্রকে ডেকে নিয়ে সরকার সমর্থক কয়েকজন শিক্ষক ক্লাস নেবার চেষ্টা করেছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখানোর জন্য। গতকালও ছাত্রলীগ বিপুল সংখ্যক বহিরাগত মস্তান নিয়ে মৌন মিছিল করেছে। বহিরাগতদের আমদানী আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া এবং এ ব্যাপারে পুলিশের নীরব ভূমিকায় সকল মহল বিস্মিত হয়ে পড়েছে। সরকারী দলের এমপি প্রার্থীসহ কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের মহড়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্র জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্লোজ হল থেকে পুলিশ প্রত্যাহার সম্পূর্ণ করা হয়নি। হল গেটসমূহে পুলিশ প্রহরায় ছাত্ররা ক্রমে হয়রানির শিকার হচ্ছে। আবাসিক ছাত্ররাও আইডি কার্ড ছাড়া হলে প্রবেশ করতে পারছে না। সব সময় কার্ড সাথে রাখাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। নাস্তা করতে বের হলেও কার্ডের প্রয়োজন হচ্ছে। রেজিস্টার্ড গেস্ট ছাত্ররা হলে থাকতে না পেরে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। ক্যাম্পাসে এক ভয়ংকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ধর-পাকড় অব্যাহত রয়েছে। শিবিরকে পুলিশ কর্তৃক দৃশ্যত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মিছিল-মিটিং করতে দেয়া হচ্ছে না। নগরীর খোজাপুর এলাকা থেকে গিয়াস নামে এক কলেজ শিক্ষককে গ্রেফতার করে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জোর দাবী জানিয়ে বলেছেন, দীর্ঘদিন যাবত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার জন্য তাঁবেদার সরকারের মদদপুষ্ট দালাল ভিসিই দায়ী। ভারপ্রাপ্ত ভিসি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য ২৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তাঁরা সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের দাবী জানান। তারা নাজিমুদ্দীন আলম এমপির বাসায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলারও নিন্দা জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মতিউর রহমান মন্টু, শফিকুল হক মিলন, ওয়ালিউল হক রানা, মিজানুর রহমান খোকন, মোস্তাফিজুর রহমান মুন্নু, শফিকুল ইসলাম শফিক, রায়হানুল আলম, জহুর সাঈদ বিদ্যুৎ, তাইফুল ইসলাম টিপু, শহিদুল্লাহ, প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষরিত অপর বিবৃতিতে বলা হয়, ভারপ্রাপ্ত ভিসি'র সাথে নেতৃবৃন্দের অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অন্তঃসারশূন্য বক্তব্য দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের সাথে ছাত্রদল সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেনি।

বরং ছাত্রদল সাধারণ ছাত্রদের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, আগামী সাতদিনের মধ্যে ভর্তি সমস্যার সমাধান, সন্ত্রাস, সেশন জট মুক্ত শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের হলে অনাবাসিকদের নিকট হতে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ, ছাত্র হলে রেজিস্টার্ড গেস্টদের থাকতে দেয়ার অনুমতি দানসহ গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দাবী জানায়।